49

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 31 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

শিক্ষায় ষড়যন্ত্র।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক কত জন? এ প্রশ্নের উত্তর হয়তো যে কোন সচেতন ব্যক্তিই জানেন; কিন্তু বিস্ময়কর সত্য হচ্ছে- এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর যাদের জানার কথা সবচেয়ে বেশি, সেই অর্থনীতি ও বাণিজ্য (উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়) বিভাগের ছাত্রদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কারণ হাসান বুক হাউস, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত এবং মনজুর আলী খান, সালাহউদ্দিন, কামরুল ইসলাম প্রণীত উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি বইয়ে লেখা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক ৮ জন। অপরদিকে প্রফেসর মোঃ আবদুল হামিদ প্রণীত এবং গ্লোব লাইব্রেরী প্রাইভেট লিঃ, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত আধুনিক অর্থনীতি বইয়ে দাবি করা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালকের সংখ্যা ৬ জন। আর আবেদীন, বাকি, আখতার প্রণীত ও কাজী প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত 'উচ্চতর অর্থনীতি' বই অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালকের সংখ্যা ৮ জন। এভাবে এক একটি বইয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালকের সংখ্যা নিজেদের ইচ্ছেমতো উল্লেখ করা করেছে। ছাত্ররা কি করবে? আর পরীক্ষক? দায়ী কে?

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিবার-পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু অর্থনীতি কেন প্রতিটি ছাত্র তথা দেশের প্রতিটি নাগরিকের এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন; কিন্তু বাস্তব চিত্রটি ভিন্নরূপ। বিশেষত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের অর্থনীতির ছাত্রদের জন্যে ইচ্ছে থাকলেও তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার-পরিকল্পনার ভূমিকা কি? এ সহজ এবং বাস্তব একটি প্রশ্নের উত্তর উল্লেখিত বইগুলোতে ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যে কেউ অনায়াসে তা পরীক্ষা করতে পারেন। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রকাশিত অর্থনীতির অন্যান্য বইগুয়ের ক্ষেত্রেও তা সত্য; কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব হলো? মজার ব্যাপার হচ্ছে বইগুলো বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত রেফারেন্স বই (সিলেবাস পুস্তকটি দ্রষ্টব্য) হিসেবে ছাত্রদের হাতে আসে; কিন্তু কিসের বিনিময়ে?

এ রকম অজস্র অসামঞ্জস্য ও ভুল তথ্যে পরিপূর্ণ বইগুলো বছরের পর বছর ধরে আমরা ছাত্রদের হাতে তুলে দিচ্ছি। লেখাটি অনেক বড়ো হয়ে যাবে- এ আশংকায় আর উদাহরণ দিলাম না।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নেই। আর থাকলেও আমরা নিজ দায়িত্ব পালনে হয় অক্ষম নয়তো অনাগ্রহী। যারা মাথার ঘামে মাটি ভিজিয়ে ফসল উৎপাদন করে শিক্ষার বিপুল ব্যয়ভার বহন করেছেন, তাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা রাষ্ট্রদ্রোহীতার নামান্তর।

তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ, এখনো সময় আছে- দেশের কৃতী অর্থনীতিবিদ ও প্রখ্যাত অর্থনীতি লেখক-দের নিয়ে একটি পর্যালোচনা বোর্ড গঠন করে তাদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশিত অর্থনীতি বিষয়ক বইগুলো পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ছাত্রদের হাতে তুলে দেয়ার বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের সঠিক উদ্যোগ নেয়া হোক।

দীপেন সরকার
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ
নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজ,
নরসিংদী।